

সূরা আন্ নাযে'আত-৭৯

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

★ [এ সূরাটি মক্কী যুগের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং বিসমিল্লাহ্‌সহ এতে ৪৭টি আয়াত রয়েছে।

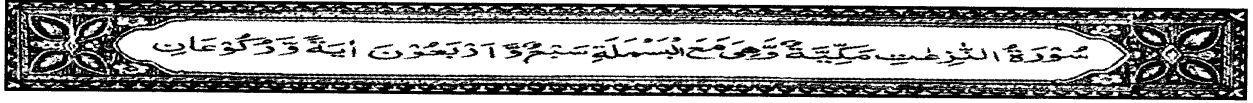
কুরআনী বর্ণনার ধারা অনুযায়ী এ সূরায় আরো একবার জাগতিক আযাব ও যুদ্ধ বিগ্রহের উল্লেখ করা হয়েছে এবং সুস্পষ্টভাবে এরূপ যুদ্ধবিগ্রহের উল্লেখ করা হয়েছে যে এসব যুদ্ধে ডুবোজাহাজ ব্যবহার করা হবে। 'অন্নাযেআতে গারকান' এর একটি অর্থ হলো, সেই যোদ্ধারা এ উদ্দেশ্যে ডুব দিয়ে আক্রমণ করে যাতে শত্রুকে ডুবিয়ে দেয়া যায় এবং এরপর তাদের সব সফলতায় আনন্দ অনুভব করে। এভাবেই যুদ্ধ বিগ্রহের এ প্রতিযোগিতায় একে অন্যের ওপর প্রাধান্য লাভের প্রচেষ্টায় সব শক্তি ব্যয়িত হয়ে যায় এবং উভয় পক্ষ থেকে বড় বড় পরিকল্পনা করা হয়।

'আসসাবেহাতে সাবহান' দিয়ে সাঁতারুদের বুঝানো হয়েছে, যারা সমুদ্রের অভ্যন্তরে নিমজ্জিত হয়ে সাঁতার কাটে বা সমুদ্রের উপরিভাগে সাঁতার কাটে। আবার কোন কোন সময় ডুবোজাহাজগুলো বিজয় লাভের পর সমুদ্রের উপরিভাগে ভেসে উঠে।

মোট কথা, এসব যুদ্ধে এরূপ প্রকম্পন সৃষ্টি হয় যে এর ভয়ে হৃদয় ধড়ফড় করতে থাকে এবং দৃষ্টি আনত হয়ে যায়। এই জাগতিক ধ্বংসের পর মানুষের বিবেক এ প্রশ্ন উঠায়, আমাদের হাড়গোড় পচে গলে যাওয়ার পরও কি আমাদের আবার জীবিত করে উঠানো হবে? বলা হয়েছে, নিশ্চয় এমনটিই হবে এবং এক বড় সতর্ককারী শব্দ যখন গুঞ্জনিত হবে তখন তারা অকস্মাৎ নিজেদেরকে হাশরের ময়দানে দেখতে পাবে।

এরপর হযরত মূসা (আ:) এর কথা বলা হয়েছে। কেননা তাঁকে (আ:) ফেরাউনের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল, যে স্বয়ং খোদা হওয়ার দাবীকারক এবং পরকালে কঠোরভাবে অবিশ্বাসী ছিল। হযরত মূসা (আ:) যখন তাকে বাণী পৌছালেন তখন উত্তরে সে একথাই বলেছিল, তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রভু তো আমি। অতএব আল্লাহ্ তাআলা তাকে এভাবে ধরে ফেললেন যাতে করে সে পূর্ববর্তীদের ও পরবর্তীদের জন্য এক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে গেল। পূর্ববর্তীরা তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে ডুবতে দেখলো এবং পরবর্তীরা তার ডুবে যাওয়া লাশ সংরক্ষিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলা তার ডুবে যাওয়া লাশকে বাহ্যিক মৃত্যু থেকে এ অবস্থায় রক্ষা করলেন যে দীর্ঘ বয়স পর্যন্ত জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে রত থেকে সে এমতাবস্থায় মারা গেল যে 'আল্লাহ্ তার লাশকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উপদেশমূলক শিক্ষাস্বরূপ 'মমি'র আকারে সংরক্ষিত করে দিলেন।'

এরপর এ সূরার পরিসমাপ্তি এ প্রশ্ন করার মাধ্যমে হয়েছে, তারা জিজ্ঞেস করে কিয়ামতের মুহূর্ত কখন ও কিভাবে আসবে? উত্তরে বলা হয়েছে, সেটি যখন আসবে তখন সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে সব কিছু আল্লাহর দিকেই ফিরে যায়। আরো বলা হয়েছে, হে রসূল! তুমি তো কেবল তাদের সতর্ক করতে পার যারা এ ভয়ঙ্কর মুহূর্তকে ভয় করে। যেদিন তারা এটি দেখবে সেদিন তাদের কাছে পৃথিবীর এ জীবনকে এরূপ মনে হবে যেন তারা সেখানে কয়েক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের (রাহে:) কর্তৃক উদ্ভূত অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা নেয়া হয়েছে)]



সূরা আন নাযে‘আত-৭৯

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৪৭ আয়াত এবং ২ রুকু

১। ক’আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

★ ২। যারা ডুব দিয়ে চলে (অথবা) ডুবিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে টানা হেঁচড়া^{৩২৩৬} করে তাদের কসম^{৩২৩৭}।

وَالَّذِينَ غَرَّقُوا ②

★ ৩। আর যারা দেশে দেশে দ্রুত ছুটে বেড়ায় তাদের কসম।^{৩২৩৮}

وَالَّذِينَ تَشَوَّطُوا ③

★ ৪। আর যারা সমুদ্রবক্ষে দূরদূরান্তের পথ দ্রুত পাড়ি দেয় তাদের কসম।^{৩২৩৯}

وَالَّذِينَ سَبَّحُوا ④

★ ৫। আর যারা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে তাদের কসম।

فَالَّذِينَ سَبَّحُوا ⑤

★ ৬। আর যারা উত্তম পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে তাদের কসম^{৩২৪০}।

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ⑥

দেখুন ৪ ক. ১ঃ১।

৩২৩৬। ‘নাযে‘আত’ শব্দটি ‘নাযা‘আ’ ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ, যারা বা যে দল কোন বস্তুকে টেনে নিজের দিকে আনে, বড় কর্মকর্তাকে পদচ্যুত করে, জোরে-শোরে আকর্ষণ ও আহরণ করে, অন্যকে সত্যের দিকে আকর্ষণ করে (আকরাব)। ‘নাযা‘আ’ ধাতুতে এ সব অর্থই নিহিত।

৩২৩৭। ‘গারক’ এখানে ‘ইগরাক’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো, তীরকে যথাসম্ভব দূরে নিক্ষেপ করা বা কোন লোককে আক্রমণ করে পরাজিত করা অথবা শেষ সীমা পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালানো (লেইন)।

৩২৩৮। ‘নাশি‘তাত’ অর্থ যারা বা যে দল নিজ কর্তব্য পালনে মনেপ্রাণে চেষ্টা চালায় (আকরাব)। [সম্পর্ক-বন্ধন কষে বাঁধার অর্থ হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা (তফসীরে সগীর দ্রষ্টব্য)]।

৩২৩৯। ‘সাবেহাত’ অর্থঃ (১) যে সব সত্তা বা দলবদ্ধ মানুষ তাদের কাজের অধ্বেষণে দেশের প্রান্ত পর্যন্ত চলে যায়, (২) যারা নিজেদের লক্ষ্যে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার আশ্রয় চেষ্টা করে (লেইন)।

৩২৪০। ‘মুদাবেরাত’ অর্থ ঐ সকল সত্তা বা মানুষের দল যারা অতি দক্ষতার সাথে তাদের উপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং তা বাস্তবায়নের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করে। ২ থেকে ৬ পর্যন্ত আয়াতগুলোকে কিছু সংখ্যক জ্ঞানী-গুণী ভাষ্যকার ফিরিশ্তাদের প্রতি আরোপ করেছেন এবং মনে করেছেন ৭-৮ আয়াতে যে মহাঘটনা ঘটবার কথা রয়েছে, ফিরিশ্তাগণকে সেই ঘটনার সাক্ষীরূপে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু ফিরিশ্তাগণের সাক্ষ্য প্রদান মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির আওতায় আসে না। অতএব প্রসঙ্গ দৃষ্টে মনে হয়, এ আয়াতগুলোতে (২-৬) নবী করীম (সাঃ) এর সাহাবীগণের (রাঃ) দলকেই বুঝিয়েছে, যারা পরবর্তীকালে আত্মোৎসর্গ ও আশ্রয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ আয়াতগুলোতে সাহাবীগণের অতুলনীয় কর্তব্য-নিষ্ঠার একটি চিত্র ভবিষ্যদ্বাণীরূপে চিত্রিত আছে। এছাড়া এ কর্তব্য-নিষ্ঠার ফলে তাঁদের উপর মানব-গোষ্ঠীর এক বিরাট অংশের যে প্রশাসনিক দায়িত্ব এসে বর্তাবে এবং সেই দায়িত্বও তারা অত্যন্ত দক্ষতা ও ন্যায়-পরায়ণতার সাথে সম্পাদন করবেন বলেও ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে এ আয়াতগুলোতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এ আয়াতগুলোতে মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীগণের চারিত্রিক গুণাবলী তুলে ধরা হয়েছে (‘দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী’ দেখুন)।

৭। (এসব সেদিন ঘটবে) যেদিন ^১কম্পনশীল (পৃথিবী) ভীষণভাবে কেঁপে ওঠবে^{২৪১}।

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝

৮। আরো একটি পরবর্তী (কম্পন) এর অনুসরণ করবে^{২৪২}।

تَتَّبِعُهَا الزَّادِفَةُ ۝

৯। সেদিন (মানুষের) অন্তর ভয়ে দুরু দুরু করতে থাকবে

قُلُوبٌ يَّوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝

১০। ^৩(এবং) তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে^{২৪৩}।

أَبْصَارُهُمْ خَاشِعَةٌ ۝

১১। তারা বলবে, ‘আমাদেরকে কি সত্যি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া হবে?’

يَقُولُونَ ءَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَاكِمَةِ ۝

১২। ^৪‘আমরা পচাগলা হাড়গোড়ে পরিণত হয়ে যাওয়ার পরও কি (পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব)?’

ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا تَّخِرَةً ۝

১৩। তারা বলবে, ‘তবে তো তা (হবে) বড়ই ক্ষতিকর প্রত্যাবর্তন।’

قَالُوا اِنَّكَ اِذَا كَرَرْتَهُ كَاْسِرَةً ۝

১৪। অতএব (শুন!) নিশ্চয় এ হবে এক বড় ধমক মাত্র।

فَاِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝

১৫। তখন তারা অকস্মাৎ এক খোলা ময়দানে (বেরিয়ে আসবে)।

فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝

১৬। তোমার নিকট কি মূসার বৃত্তান্ত পৌছেছে?

هَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝

১৭। তার প্রভু-প্রতিপালক যখন তাকে ‘তুওয়া’র পবিত্র উপত্যকায় ডেকে বলেছিলেন,

اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝

১৮। “তুমি ফেরাউনের কাছে যাও। নিশ্চয় সে বিদ্রোহ করেছে,

اِذْ هَبَّ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى ۝

১৯। এরপর (তাকে) বল, ‘তোমার পক্ষে কি পবিত্রতা অবলম্বন করা সম্ভব?’

فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰى اَنْ تَرْكَبَ ۝

দেখুন : ক. ৫৬ঃ৫-৬, ৭৩ঃ১৫ খ. ৭০ঃ৪৫ গ. ১৭ঃ৫০; ৩৬ঃ৭৯।

৩২৪১। এ আয়াতের অর্থ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যে ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে তা সেই যুদ্ধের ফলে পূর্ণ হবে যা আল্লাহর ধার্মিক বান্দাগণ ও চক্রান্তকারী কাফিরদের মধ্যে সংঘটিত হবে এবং তাতে অবিশ্বাসীরা চূরমার হয়ে যাবে। ‘রাজাফা’ শব্দটির অর্থ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ (লেইন)। এ অর্থই আয়াতটিতে প্রযোজ্য।

৩২৪২। যখন একবার মু‘মিন ও কাফিরদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাবে তখন তা আর থামবে না, যে পর্যন্ত না অশুভ পশু-শক্তি পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করে চূরমার হয়ে যাবে।

৩২৪৩। অবিশ্বাসীরা যখন পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করতে থাকবে এবং ইসলামকে বিজয়ী ও প্রতিপত্তিশালী হতে দেখবে তখন তাদের মনে চাঞ্চল্য দেখা দিবে এবং পুনরুত্থানের সম্ভাবনার চিন্তা তাদের মনে তোলপাড় সৃষ্টি করবে।

২০। আর আমি তোমাকে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পথ দেখাবো যাতে তুমি (তাকে) ভয় কর”।

وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۝

২১। *তখন সে তাকে এক বড় নিদর্শন^{৩২৪৪} দেখালো।

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ۝

২২। তবুও সে (মূসাকে) মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করলো এবং অবাধ্যতা করলো।

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۝

২৩। এরপর সে তাড়াহুড়ো করে (সত্যকে) পাশ কাটালো।

ثُمَّ آذَرَ يَسْعَىٰ ۝

২৪। আর সে (মানুষ) জড়ো করলো এবং ঘোষণা দিল।

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۝

২৫। আর সে (লোকদের) বললো, ‘আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ *প্রভু-প্রতিপালক’।

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ۝

২৬। সুতরাং আল্লাহ্ তাকে পরকালের ও ইহকালের এক শিক্ষণীয় শাস্তি দিয়ে ধরে ফেললেন।

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۝

২৭। যে (আল্লাহ্কে) ভয় করে তার জন্য নিশ্চয় এতে এক বড় শিক্ষা রয়েছে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۝

২৮। তোমাদেরকে (পুনরায়) সৃষ্টি করা কি বেশি কঠিন, নাকি আকাশকে (সৃষ্টি করা) যা তিনি বানিয়েছেন^{৩২৪৫}?

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَسَهَا ۝

২৯। *তিনি একে উচ্চতার (দিক থেকে) অনেক উন্নীত করেছেন,^{৩২৪৫-ক} এরপর একে সুবিন্যস্ত করেছেন।

رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَهَا ۝

৩০। আর (তিনি) *এর রাতকে (অন্ধকারে) ঢেকে দিয়েছেন এবং এর ভোরের উন্মেষ ঘটিয়েছেন^{৩২৪৬}।

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۝

দেখুন ৪ ক. ২০ঃ৫৭ খ. ২৬ঃ৩০; ২৮ঃ৩৯ গ. ২১ঃ৩৩ ঘ. ৭৮ঃ১১-১২।

৩২৪৪। ‘এক বড় নিদর্শন’ বলতে মূসা (আঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত ‘লাঠির নিদর্শন’কে বুঝিয়েছে, যা তার অন্যান্য নিদর্শন থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল (২০ঃ২১)।

৩২৪৫। অকল্পনীয়ভাবে জটিল অথচ এত ক্রটিহীনভাবে সৃষ্ট এ সৌরমণ্ডলই এক অকাট্য যুক্তি যা দিয়ে সহজেই প্রমাণ করা যায়, ‘মৃত্যুর পরেও জীবন আছে’। কেননা যে মহামহিমাম্বিত আল্লাহ্ এ বিশ্বজগতকে অনন্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, তাঁর পক্ষে সামান্য বিন্দুর মত ক্ষুদ্র একটা মানুষের মৃত্যুর পরে তাকে পুনরায় জীবিত করা অতি সহজ কাজ। এটাই এ আয়াত ও পরবর্তী ছয়টি আয়াতের বক্তব্য।

৩২৪৫-ক। ‘সামক’ অর্থ, ছাদ, ভিতরের ছাদ, উচ্চতা, কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ (লেইন)।

৩২৪৬। দিন-রাতের পালাক্রমে আগমন পৃথিবীর সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু এ আয়াতে এ ব্যাপারটি আকাশের প্রতি আরোপিত হয়েছে। কেননা সৌরমণ্ডলের কার্যক্রমের দরুনই রাত ও দিনের সৃষ্টি হয়।

৩১। *আর এরপর পৃথিবীকে (তিনি) বিস্তৃত করেছেন^{৩২৪৭}।

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۝

৩২। *তিনি এর পানি ও এর তৃণলতা এ থেকেই বের করেছেন

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۝

৩৩। *এবং পাহাড়পর্বতকে (এর) গভীরে গেড়ে দিয়েছেন

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۝

৩৪। *তোমাদের ও তোমাদের গবাদি পশুর জন্য জীবনের উপকরণরূপে।*

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝

৩৫। *অতএব সবচেয়ে বড় বিপদ যখন আসবে

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى ۝

৩৬। *সেদিন মানুষ যেসব চেষ্টা করেছিল সে তা স্মরণ করবে।

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ۝

৩৭। *আর যে দেখে তার জন্য জাহান্নামকে প্রকাশ করে দেয়া হবে।

وَبُورِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى ۝

৩৮। তবে যে ব্যক্তি বিদ্রোহ করেছে

فَأَمَّا مَنْ طَغَى ۝

৩৯। এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে

وَأَشْرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝

৪০। নিশ্চয় জাহান্নামই হবে (তার) ঠাই।

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ۝

৪১। *কিন্তু যে তার প্রভু-প্রতিপালকের মাকামমর্যাদাকে^{৩২৪৮} ভয় করে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝

৪২। নিশ্চয় জান্নাতই হবে (তার) আবাসস্থল।

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ۝

৪৩। *তারা তোমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, ‘তা কখন সংঘটিত হবে?’

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۝

দেখুন : ক. ২০ঃ৫৪; ৫১ঃ৪৯ খ. ২০ঃ৫৪; ৫০ঃ৮ গ. ৫০ঃ৮ ঘ. ৮০ঃ৩৩; ঙ. ৭৪ঃ৩৬; ৮০ঃ৩৪; চ. ৮৯ঃ২৪ ছ. ২৬ঃ৯২ জ. ৫৫ঃ৪৭ ঝ. ৭ঃ১৮৮; ৩৩ঃ৬৪; ৫১ঃ১৩।

৩২৪৭। মূল অনুবাদে যে অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে তা ছাড়াও আয়াতটির অর্থ এও হতে পারে : বৃহত্তর জড়পিণ্ড থেকে পৃথিবী ছিটকে পড়েছে।

★[এখানে পাহাড়পর্বতকে পৃথিবীর গভীরে গেড়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে, কারণ এ সব পাহাড়পর্বতের সাথে মানুষ ও পশুপাখীর জীবিকা সম্পৃক্ত। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের) (রাহে:) কর্তৃক উদ্ভূত অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩২৪৮। যে আল্লাহ্র সামনে দোষীরূপে দাঁড়াতে ভয় করে বা আল্লাহ্র মহিমাময় মর্যাদাকে ভয় করে।

৪৪। এর (আগমনের) উল্লেখের সাথে তোমার কী সম্পর্ক?

فَيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ﴿٧٧﴾

৪৫। এর চূড়ান্ত সময় (নির্ধারণ) কেবল তোমার প্রভু-প্রতিপালকের (হাতে)।

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ﴿٧٨﴾

৪৬। একে যে ভয় করে তুমি তার জন্য সতর্ককারী।

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مِّنْ يَّخْشَاهَا ﴿٧٩﴾

২ ৪৭। *যেদিন তারা তা দেখতে পাবে (তাদের মনে হবে)
[২০] তারা যেন (পৃথিবীতে) কেবল মাত্র এক সন্ধ্যা বা এর এক
৪ সকাল অবস্থান করেছিল^{৩২৪৯}।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا
عَشِيرَةً أَوْ ضُحًى ﴿٨٠﴾

দেখুন : ক. ১০ঃ৪৬; ৩০ঃ৫৬; ৪৬ঃ৩৬।

৩২৪৯। শান্তির সময়, স্থান, স্বরূপ ও প্রকৃতি ইত্যাদি তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। অবিশ্বাসীদের জন্য যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো তারা যেন উপলব্ধি করে, ঐশী শান্তি যখনই আসবে তা অতি দ্রুত গতিতে, অকস্মাৎ ও ভীষণাকারে আসবে। এর তুলনায় তাদের সারা জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আমোদ-প্রমোদ মাত্র এক মুহূর্তের এক সকাল বা এক সন্ধ্যা বলে মনে হবে।